# বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১২
## সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকী
মেরিনা সুলতানা

# বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১২: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

তাসনিম সিদ্দিকী
মেরিনা সুলতানা

রামরু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৭ ডিসেম্বর ২০১২

# বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১২: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

তাসনিম সিদ্দিকী এবং মেরিনা সুলতানা
রামরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বায়ন একদিকে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি করছে অন্যদিকে এই বিশ্বায়নই আবার অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করছে। এইসব জটিল চ্যালেঞ্জের সমাধান কোন একক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রহনকারী, উৎস রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সকলেরই দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বিশ্ব অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ক্রমাগত যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকবার ক্ষমতা অর্জনের জন্য অঙশগ্রহনকারী রাষ্ট্রের দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে যেতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এবং এর সিভিল সমাজ অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করছে তথাপি চ্যালেঞ্জ অনেক। বাংলাদেশ শ্রম অভিবাসনের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল একটি দেশ। এই রিপোর্ট ২০১২ সালের অভিবাসন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন এবং চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছে।

## ১. বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন ধারা ২০১২

### ১.১ পরিসংখ্যান

কয়েকটি বিশেষ বছর ব্যাতিরেকে প্রতি বছরই বাংলাদেশ হতে স্বল্পমেয়াদী চুক্তি ভিত্তিক অভিবাসী কর্মীর গমনের হার বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। বিএমএটির ডাটা অনুযায়ী ১৯৭৬ সাল হতে এ বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ড় সর্বমোট ৮২ লক্ষ লোক কর্মের উদ্দেশে বিদেশে গিয়েছেন। নিম্নের গ্রাফ আমাদের বাংলাদেশ হতে বছর ভিত্তিক অভিবাসনের চিত্রটি তুলে ধরে। গ্রাফ হতে দেখা যাচ্ছে ২০১১ এবং ২০১২ সালে অভিবাসী কর্মী বিদেশ গমনের সংখ্যা প্রায় একই রকম। ২০১১ সালে মোট অভিবাসনের সংখ্যা ছিল ৫,৬৮,০৬২। ২০১২ এর ২৪ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিবাসন করেছেন ৬,০০,১৮৪ জন। ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে সামগ্রিক অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৬৫ ভাগ। প্রত্যাগত অভিবাসীদের ডাটা সংগ্রহের কোন কার্যক্রম না থাকায় বর্তমানে কতজন বাংলাদেশী বিদেশে কর্মরত রয়েছেন তা জানার কোন উপায় নেই। তবে কোন অবস্থাতেই এটা ভাবা ঠিক নয় যে ৮২ লক্ষ লোকই বর্তমানে বাইরে কর্মরত রয়েছেন। পুরুষ এবং নারী অভিবাসনের মাঝে তুলনা করলে দেখা যায় নারী অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে বেশী।

২০১১ সালে ৩০,৫৭৯ জন নারীকর্মী চাকুরী নিয়ে বিদেশ যান। এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত ৩৪,০৭৯ হাজার নারী কর্মী চাকুরী নিয়ে বিদেশ গেছেন। নভেম্বর পর্যন্ত নারী অভিবাসনের প্রবৃদ্ধির হার ১১.৪৪ ভাগ।

## Graph 1: Year Wise Trend of Overseas Employment (১৯৭৬ - নভেম্বর ২০১২)

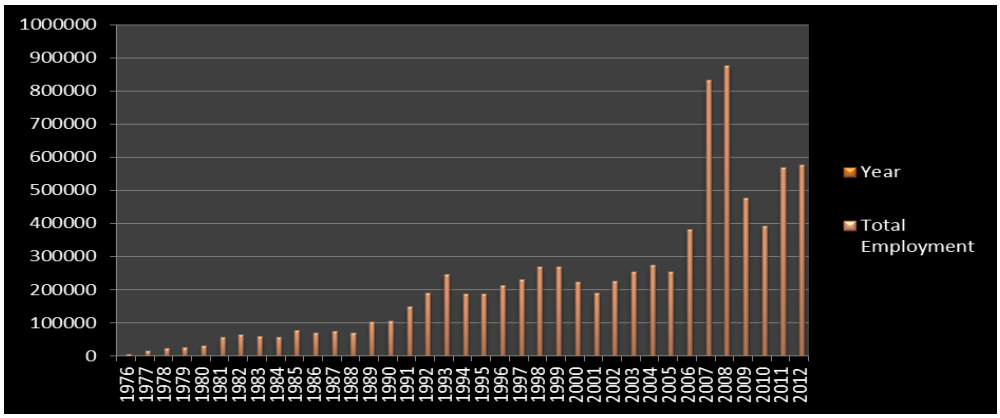


### ১.২ গন্তব্য দেশ

গত কয়েক বছরের মতো এবছরও সবচাইতে বেশী সংখ্যাক কর্মী গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। তবে এর শতকরা হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম। গত বছরে যেখানে ৫০ ভাগ কর্মীই গিয়েছিলেন আরব আমিরাতে এ বছরে সেখানে গেছেন ৪৪ ভাগ। এ বছরের সেপ্টেম্বর ইউএই সরকার বাংলাদেশ হতে শ্রমিক গ্রহনের বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপ শুরু করে। পরবর্তীতে ভিজিট ভিসায় অভিবাসী গমনের উপর সম্পূর্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যে কারনে সেপ্টেম্বর পরবর্তী সময়ে ইউএই'তে অভিবাসনের মাত্রা একেবারেই কমে যায়। গত ৩ মাসে (অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২৪ পর্যন্ত) মাত্র ১০৩৭ জন কর্মী ইউএই'তে অভিবাসন করতে সক্ষম হন। ২০১২ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মী গ্রহনকারী দেশ হল ওমান। মোট ২৫.০৫ ভাগ কর্মী এবছর ওমানে গেছেন। ৮.০৮ ভাগ কর্মী গ্রহন করে সিংগাপুর রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। নারী অভিবাসী কর্মীদের বাজার যদিও পুরুষ অভিবাসীদের মতই মধ্যপ্রাচ্য, তথাপি এক্ষেত্রে দেশের ভিন্নতা রয়েছে। নারী অভিবাসীদের প্রধান গন্তব্য দেশ লেবানন (৩৭.৪৪%) এবং তার পরে রয়েছে জর্ডান (২৩.১২%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০.৩৪%) এবং মরিশাস (৫.৮৯%)। এক দেশ কেন্দ্রিক বাজারের উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমানো রামরু-র ২০১১ সালের রিপোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ছিল। এবারও রামরু মনে করে আগামী বছরে মালয়েশিয়াকে একমাত্র বড় বাজার হিসেবে না ধরে আরো বাজার খোঁজা প্রয়োজন।

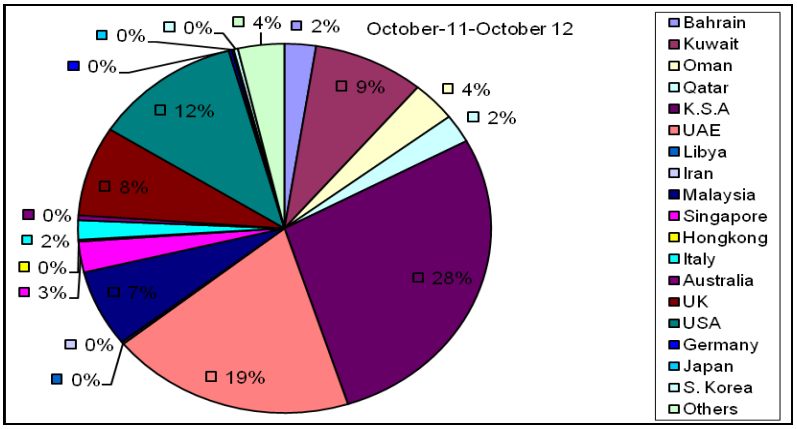


## ১.৩ পেশা

২০১১ সালের তুলনায় দক্ষ অভিবাসীর সংখ্য এবছরে বেশ কমেছে। গত বছরে ৪০.৩৪% বিদেশগামী কর্মীরা ছিলেন দক্ষ। এবছরে দক্ষ কর্মীর পরিমাণ নেমে এসেছে ৩৫.৫৮ শতাংশে। স্বল্প দক্ষ কর্মীর পরিমাণ এবছরে বেড়ে মোট কর্মীর ৬০ শতাংশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের পুরুষ কর্মীরা মূলত নির্মাণ কাজ, ক্লিনিং, কৃষিকাজ, সার্ভিস সেক্টর প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োজিত। নারী কর্মীরা মূলত কাজ করেন গৃহকর্মী হিসেবে। এছাড়া তারা গামেন্টস, বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরীতে, ক্লিনার, দোকানে বিক্রয় কর্মী ইত্যাদি পেশায় কাজ করেন। খুব সামান্য হলেও কিছু নার্সিং পেশায় নিয়োজিত।

## ১.৪ উৎস এলাকা

অভিবাসনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক নেটওয়ার্কের সূত্র ধরে এটি বিশেষ বিশেষ অঞ্চল হতে হচ্ছে। ২০১২ সালে নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় অভিবাসন হয়েছে চট্টগ্রাম জেলা থেকে ৭৩,৪৩৩ (১২.৪২%)। কুমিল্লা হতে গিয়েছেন ৬৭,১৩১ জন (১১.৩৬%), ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে ৩১,০৯৮ জন (৫.২৬%), নোয়াখালী হতে ২৬,৮৯১ জন (৪.৫৫%), চাঁদপুর হতে ২৫,৯৫২ জন (৪.৩৯%) এবং ঢাকা হতে ২২,৫৭৩ জন (৩.৮২%)। উত্তরবঙ্গ থেকে অভিবাসন বাড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও এর কোনো ছাপ অভিবাসনের ক্ষেত্রে পড়েনি। রামরু-র গবেষনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা হতে অভ্যন্তরীন অভিবাসন হচ্ছে। বিএমইটি উৎস এলাকার তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, এসব এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা আন্তর্জাতিক অভিবাসনকে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে বেছে নেবার সুযোগ হতে বঞ্চিত। ২০১২ সালে সাতক্ষীরা হতে অভিবাসন করেছেন ১৭২৮ জন (০.২৯%); বরগুনা হতে ১৯২২ জন (০.৩২%); বাগেরহাট হতে ২৪১৭ জন (০.৪১%); খুলনা হতে ২০৮৩ জন (০.৩৫%); নওগাঁ হতে ২২৪৫ জন (০.৩৭%); নাটোর হতে ১৪৮২ জন (০.৩৫%); কুড়িগ্রাম হতে ৭৯৭ জন (০.১৩%); নীলফামারী হতে ৭৫৭ জন (০.১২৮%); গাইবান্ধা হতে ১৬৮৯ জন (০.২৮%); রংপুর হতে ১২৮৪ জন (০.২১৭%) ।

**গ্রাফ: ৩**

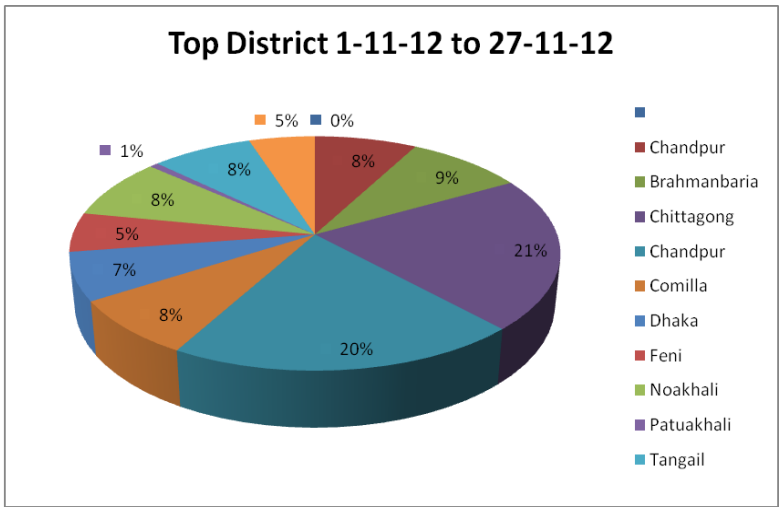


## ১.৫ রেমিটেন্স

২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মার্কিন ডলার ১২.৮৭ বিলিয়ন রেমিটেন্স বাংলাদেশে এসেছে। পূর্ববর্তী মাসগুলোর রেমিটেন্স প্রবাহের ধারা অক্ষুন্ন থাকলে আশা করা যায় যে ২০১২ সালে মোট রেমিটেন্সের পরিমান দাঁড়াবে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যদি তাই হয় তবে গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার হবে প্রায় ১৫.১৩ শতাংশ। ২০১২ সালে রেমিটেন্স জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশের সমপরিমান, গার্মেন্টস-এর নেট আয়ের ৩ গুন। বৈদেশিক সাহায্য হতে প্রায় ৬ গুন এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের তুলনায় ১২ গুন বেশি। সম্প্রতি প্রকাশিত UNCTAD এর LDC Country Report হতে দেখা যায় য়ে ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশে মোট যে রেমিটেন্স আসে তার ৪৪ ভাগই আসে বাংলাদেশে। এবছর সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশ সৌদিআরব (২৭%)। সংযুক্ত আরব আমিরাত ২য় (১৯.১০%) অবস্থানে রয়েছে, এর পরে আছে ইউএসএ (১১.৬৫%), কুয়েত (৮.৭%), এবং ইউকে (৭.৮৬%)। মালয়েশিয়াতে হতে রেমিটেন্সের পরিমান গত চার বছরে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি মোট অভিবাসীরে তুলনায় এই শেয়ার খুবই সামান্য। প্রতিবছর ৮-৯% লোক সিংগাপুরে অভিবাসন করছেন অথচ সেখান থেকে রেমিটেন্স আসে মাত্র ২.৬৯%। সিংগাপুর হতে সোনাসহ বিভিন্ন পণ্য চোরাচালানে রেমিটেন্স ব্যবহৃত হয় বিধায় এ দেশ থেকে হুন্ডির পরিমান বেশি। মালয়েশিয়ার বাংলাদেশী শ্রমিকদের টাকাও সিংগাপুরে চলে যায়। ওমান এবং বাহরাইন হতেও রেমিটেন্স বাড়ানো সম্ভব। বর্তমানে এ দুটো দেশ থেকে আসা রেমিটেন্সের পরিমান মাত্র ২.৪৫% এবং ৩.৫১ %।

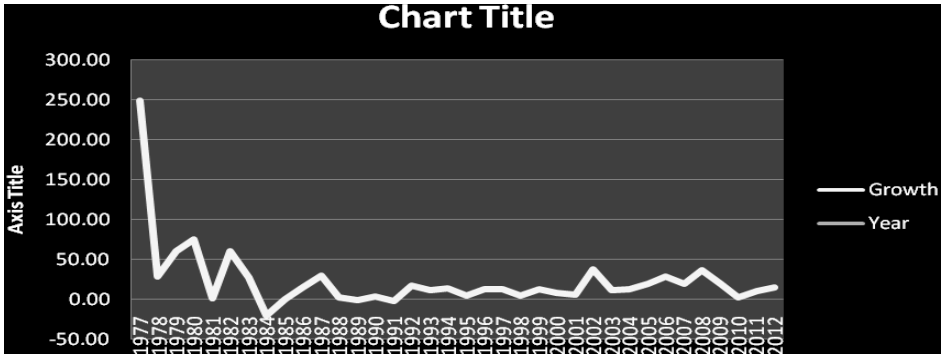


সরকারী বানিজ্যিক ব্যাংকের তুলনায় বেসরকারী ব্যাংক রেমিটেন্স আহরনে বেশি সাফল্য লাভ করেছে। রেমিটেন্স আহরনের ক্ষেত্রে প্রথম ইসলামী ব্যাংক (২৭.৭৫%), দ্বিতীয় অগ্রনী ব্যাংক ৯.৯৫%, তৃতীয় সোনালী ব্যাংক (৯.৮৯%) এবং চতুর্থ জনতা ব্যাংক (৮.২৪%)। এ ব্যাংকগুলোসহ প্রথম ১০টি রেমিটেন্স আহরণকারী ব্যাংকগুলোর তালিকায় রয়েছে ন্যাশনাল, ব্র্যাক, উত্তরা, সাউথইস্ট, পূবালী এবং প্রাইম ব্যাংক।

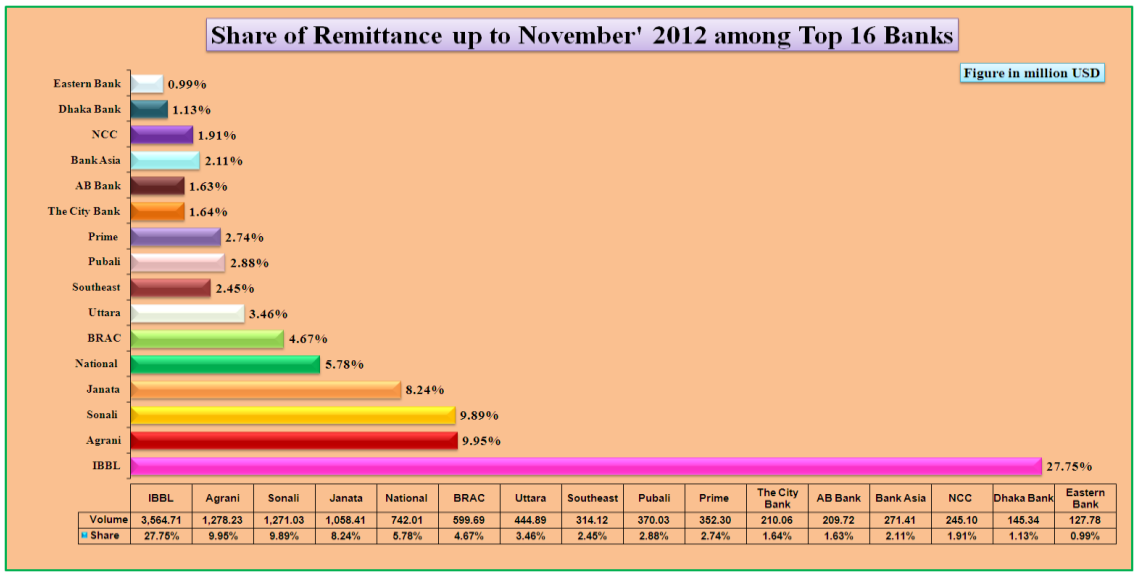


## রেমিটেন্সের ব্যবহার:

রেমিটেন্সের ব্যবহার নিয়ে সাধারণভাবে কিছু ভুল ধারনা রয়েছে। অনেকেই ধারনা করেন যে এর একটি বড় অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ হয়। ২০১২ সালে চারটি জেলায় ২০০০ প্রত্যাগত অভিবাসীর উপর রামরু পরিচালিত গবেষণা হতে দেখা যায় যে এই ধারণা ভ্রান্ত। অভিবাসী পরিবার ২২% রেমিটেন্স ভরণপোষনে ব্যবহার করে। ১৩% অভিবাসনসহ অন্যান্য ঋণ পরিশোধে খরচ করে। ৯% সন্তানদের শিক্ষায় ব্যয় করে। বয়স্কসহ অন্যান্য সদস্যের চিকিৎসায় ব্যয় করে আর ৩%। বসতভিটা ক্রয়ে খরচ করে ৬%, কৃষিজমি, বাজার ও পার্শ্ববর্তী শহরে জমি ক্রয়ে খরচ করেছে ১৪%। এবং ৭% খরচ করেছে পরিবারের অন্য সদস্য বিদেশে প্রেরণ

করতে। ঘর মেরামত বা উন্নত গৃহ নির্মানে খরচ করে ৩%। কৃষির আধুনিকীকরনে অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। উন্নত বীজবপন, সার, কীটনাশক ও সেচের পানি ক্রয়ে রেমিটেন্স ব্যবহৃত হয় ৪%। অভিবাসীদের পরিবার বা প্রত্যাবর্তীত অভিবাসী কৃষিকেন্দ্রিক ব্যবসায় রেমিটেন্স খরচ করছেন ৭%। শ্যালো মেশিন বা সেচ পাম্প ক্রয় এবং পানি বিক্রি, পাওয়ার টিলার, সার, এবং কীটনাশক বিক্রয়ের দোকান, মাছের খামার, হাঁস মুরগীর খাবার বিক্রয়ের দোকানসহ বিভিন্ন কৃষিজ পন্য বিক্রিতে তারা সংযুক্ত। পুকুর লীজ নিয়ে মৎস্য চাষে অভিবাসী পরিবার বিনিয়োগ করেছে। অভিবাসীরা কিছু কিছু কারখানাও পরিচালনা করছেন (২%)। মৎস্য খামার, মসলা ভাঙ্গার কল, ময়দা, লবন চাষ ও উৎপাদন কারখানা, তাঁত কল, টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতেও তারা বিনিয়োগ করেছেন। অভিবাসী পরিবারের সঞ্চয় রয়েছে ৩%। বর্তমানে অভিবাসী পরিবার বিভিন্ন বেসরকারী ব্যাংকে ডিপিএস খুলেছেন। অর্থ মন্ত্রনালয়ের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যেসব বিনিয়োগ প্রোডাক্ট রয়েছে যেমন ইউএস ডলার বন্ড বা প্রিমিয়াম বন্ড, তার কোনটিই স্বল্পমেয়াদী অভিবাসীদের উপযোগী নয় বিধায় এগুলো তারা ব্যবহার করেন না। অভিবাসী পরিবার মেঘনা, ন্যাশনালসহ বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স পলিসিতে বিনিয়োগ করেছেন ১% রেমিটেন্স। বাকী ৬% অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে।

এদের এই অবদানকে মূল্যায়িত না করে ঢালাওভাবে এদের বিনিয়োগকে অনুৎপাদনশীল খাত বলা আসলে  অভিবাসীদের কর্মকান্ডের প্রতি শ্রদ্ধাহীন বক্তব্য এবং সঠিক তথ্যের অভাব হতে সৃষ্ট।

## ১.৬ প্রত্যাবর্তিত কর্মী

স্বল্পমেয়াদী, চুক্তিভিত্তিক অভিবাসনের নিয়মই হচ্ছে, কিছু ব্যক্তি অভিবাসিত হবেন আবার কিছু ব্যক্তি অভিবাসন শেষ করে দেশে ফিরবেন। এ বছরে কতজন অভিবাসী কাজ শেষ করে বা না করে দেশে ফেরত এসেছেন তার কোন হিসাব রাখার ব্যবস্থা আজো তৈরি হয়নি। তবে ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১৭,৫১৮ জন কর্মী আউটপাস নিয়ে ডিপোর্টেড হয়ে দেশে ফিরেছে। তথ্যের অভাবের কারণে ফিরে আসা অভিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে পাবলিক বা প্রাইভেট সেক্টর কেউই কোন অবদান রাখতে পারছে না। অভিবাসনের দেশে যে দক্ষতা তারা অর্জন করেছেন তা দেশের কোন কাজে লাগানো যাচ্ছে না । তাদের কোন জব পোর্টাল আজো নেই।

## ১.৭ অভিযোগ

বিএমইটি অভিবাসীদের কাছ থেকে প্রতারণার ক্ষেত্রে অভিযোগ দুইভাবে গ্রহন করেঃ একটি অনলাইনে (www.ovijogbmet.org)[1] অপরটি ম্যানুয়ালি সরেজমিনে বিএমইটি-তে। ২০১২ সালে ( নভেম্বর পর্যন্ত) অনলাইনে অভিযোগ এসেছে ২৭টি, ম্যানুয়ালি এসেছে ৪২৯টি। দুটো মিলিয়ে মোট অভিযোগের সংখ্যা ৪৫৬টি। অভিযোগের সমাধান হয়েছে অনলাইনে ১২ টি এবং ম্যানুয়ালি ১৮৩ টি, মোট ১৯৫ টি। অনলাইনে ১৪টি অভিযোগ ও ম্যানুয়ালি ২৪১, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মোট ২৭৩টি। এ বছর ম্যানুয়ালি ৪৫টি অভিযোগ প্রমানের অভাবে বাতিল হয়েছে, অনলাইনের কোন অভিযোগ বাতিল হয়নি। অনলাইনে ২০১২ সালে ১১ জন অভিযোগকারী মোট ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা অভিযোগকারী ফেরত পেয়েছে। ম্যানুয়ালি ২০১২ সালে ১ কোটি ৪৪ লাখ ১১ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে (অভিযোগের সংখ্যা পাওয়া যায়নি)। রামরু ২০১২ সালের প্রথম ৯ মাসে ২১ টি ইউনিয়নে স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রতারিত অভিবাসীকে পাইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে পত্রিকায় যে পরিমান অভিযোগের কথা শোনা যায় তা বিএমইটি পর্যন্ত পৌছায় না। সেক্ষেত্রে অভিযোগের সুযোগ সম্পর্কিত প্রচারণা আরো অনেক বেশি প্রয়োজন। বিএমইটি'র অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবছরে সাধিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বিএমইটি পরিচালিত কেস শুনানীতে বাদী পক্ষের কোন প্রতিনিধি রাখার সুযোগ ছিল না । রামরু এ বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের সামনে তুলে ধরলে বিএমইটি তার নিয়ম পরিবর্তন করে। বাদীপক্ষ চাইলে তার প্রতিনিধি এখন শুনানীতে উপস্থিত থাকতে পারে।

## ২. অভিবাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ ২০১২

### ২.১ মালয়েশিয়া বাংলাদেশ G to G সমঝোতাঃ

এ বছরে অভিবাসন সেক্টরে সরকারের সবচাইতে উলে-খযোগ্য অর্জন হল মালয়েশিয়ার সাথে G to G স্বাক্ষর। দীর্ঘ কুটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২৬ নভেম্বর অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য দুই দেশের ভেতর সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে, প-্যানটেশন, এগ্রিকালচার, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মান এবং সেবা খাতে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ হতে কর্মী গ্রহন করবে। প্রথম ধাপে প-্যানটেশন খাতে ৩০০০০ পুরুষ কর্মীর কর্মসংস্থান হবে। প-্যানটেশনে কাজ করতে হলে, কৃষি কাজে অভিজ্ঞতা, ১৮ হতে ৪৫ বছরের ভেতরে বয়স সীমা, ৫ ফুট উচ্চতা, সর্বনিম্ন ২৫ কেজি ওজন বহন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

মন্ত্রনালয় সবোর্চ্চ অভিবাসন ব্যায় ৪০,০০০ টাকা ধার্য করেছে। প-্যানটেশন খাতে সর্বনিম্ন বেতন ধার্য্য হয়েছে ৯০০ রিঙ্গিত বা ২৫ হাজার টাকা। চাকুরীর শর্ত অনুযায়ী কর্ম ঘন্টা হবে ৮,

[1] রামরু'র কারিগরি সহযোগিতায় বিএমইটি সেপ্টেম্বর ২০০৯এ অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

কর্মদিবস হবে ৬ দিন এবং একদিন ছুটি। জেলা কোটার ভিত্তিতে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হলে ১৩ টি কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্রে চুড়ান্ত বাছাই এবং ট্রেনিং সম্পন্ন করবে মন্ত্রনালয় এবং বিএমইটি।

কর্মী প্রেরণে বাংলাদেশে যেমন কাজ রয়েছে তেমনি কাজ রয়েছে গন্তব্য দেশে পৌঁছানোর পর। সরকার দাবী করছে কর্মের দেশে ঐ দেশের সরকার এবং নিয়োগদাতা দায়িত্ব নেবে। কিন্তু গ্রাম হতে আগত অভিবাসীদের সরেজমিনে সেবা দানের প্রয়োজন পড়বেই। সরকারকে দ্রুত কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করে মালয়েশিয়াতে লোকবল নিয়োগ করতে হবে। এয়ারপোর্ট হতে কুয়ালালামপুর শহরে স্থানান্তর এবং সেখান থেকে বিভিন্ন কর্মস্থলে প্রেরণ এসব ক্ষেত্রে সেবা প্রয়োজন পড়বে। পূর্বের অভিজ্ঞতা হতে বলা যায় যে প-্যানটেশনে অন্যান্য খাতের তুলনায় বেতন কম কিন্তু কাজ বেশ কঠিন। সেক্ষেত্রে সেই চাকুরি ছেড়ে যদি কোন কর্মী পালিয়ে যায় তার দায় ভার কিভাবে সরকার নেবে তা স্থির করতে হবে এখনই। পূর্ব হতে অভিবাসীকে সচেতন করা প্রয়োজন। সিকিউরিটি বন্ড রাখাও প্রয়োজন হতে পারে যা সুদ সহ অভিবাসীকে ফেরত দেয়া হবে চাকুরী শেষ করে ফিরে এলে। যদি সে তার চাকুরী ত্যাগ করে তবে সেই সিকিউরিটি মানি দিয়ে চাকুরীদাতার দায় চুকানো সম্ভব। তাছাড়া ফিরে আসার পর সুদসমেত এইটাকা অভিবাসী উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করে তার পূনর্বাসন প্রক্রিয়া সহজ করতে পারবে। জি টু জি সমঝোতায় নারী অভিবাসনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন ধারা নাই। আমরা মনে করি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে নারীর কাজের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা উচিত।

২.২ টেকনাফ হতে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসন

২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে টেকনাফ থেকে সমুদ্রপথে অনিয়মিতভাবে বাংলাদেশ এবং বার্মা হতে মালয়েশিয়ায় অভিবাসন। বার্মার মাওয়াংডো, ভুথিডাং ও আকিয়াব এলাকা হতে এবং বাংলাদেশের টেকনাফ, কক্সবাজার এবং বৃহত্তম চট্টগ্রাম এলাকা হতে বেশকিছু বিদেশ গমনইচ্ছুক কর্মীরা স্থানীয় দালালের সহযোগিতায় মালয়েশিয়ায় যাবার চেষ্টা করছে। এই পথে বিদেশ গমনের চেষ্টা বেশ অনেকদিন ধরে চালু থাকলেও ২০১২ সালের জুন মাস হতে এর প্রবণতা বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ার বাজার উন্মোচিত হবে এমন একটি সম্ভাবনা এবং ২০১১ সালে মালয়েশিয়া সরকার কর্তৃক অনিয়মিত অভিবাসীদের বৈধতা দান কার্যক্রম এ ধরনের অভিবাসনকে বহুমাত্রায় উৎসাহিত করছে এমন ধারণা করা যেতে পারে। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী মায়ানমার হতে বাংলাদেশে কার্গো পণ্য বহনকারী ইঞ্জিনচালিত নৌকা টেকনাফের শাহপরী অঞ্চল হতে স্থানীয় বাংলাদেশী এবং বার্মিজ রোহিঙ্গাদের মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করছে। ধারনা করা হয় এদের প্রায়

অর্ধেক বাংলাদেশী ও অর্ধেক রোহিঙ্গা। মালয়েশিয়া যেতে এ পথে একজন অভিবাসীকে ২৫,০০০-৫০,০০০ টাকা এবং মালয়েশিয়ায় পৌঁছানোর পর চাকরী পেতে হলে লেভি হিসেবে ১২০০ থেকে ১৮৫০ রিঙ্গিত স্থানীয় দালালের মাধ্যমে মালয়েশিয়ান সরকারকে প্রদান করতে হয়।

শাহপরীর দ্বীপে কিছু ব্যক্তি এই মানব চোরাচালানকে একটি লাভজনক পেশায় পরিণত করেছে । সাহসী সাংবাদিকতার কারনে এদের অনেকেরই নাম এখন সরকারের জানা। তবে এদের বিরূদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ এখনো নেওয়া হয়নি। সমুদ্রপথে ট্রলারে করে মালয়েশিয়ায় অভিবাসন একটি ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা। গত ৬ মাসে ৮-১০ টি ট্রলারডুবির খবর পত্রিকায় এসেছে। কোষ্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে আটক হয়েছেন বহুশত অভিবাসী। ৩০-৬০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ট্রলারে ১৫০-১৭৫ জনকে নিয়ে যাত্রার কোন পর্যায়ে ট্রলারডুবি ঘটছে । কারো লাশ পাওয়া যায় কারো বা পাওয়া যায় না, উদ্ধার ও হন কিছু কিছু অভিবাসী।

এ অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু ঠেকাতে সরকার এবং সিভিল সমাজের ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড প্রয়োজন। প্রয়োজন এইসব মানব চোরাচালানকারীদের ট্রাফিকিং আইনের অধীনে শাস্তিপ্রদান। বাংলাদেশ হতে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি করা ও এ ধরণের অভিবাসনকে কমাতে পারে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব পুনর্বহাল এবং তাদের উপর হতে উৎপীড়ন ও নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলতে না পারলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী প্রাণনাশের হুমকি হতে বাঁচতে এ ধরনের ডেসপারেট যাত্রায় অংশ নিতে থাকবে।

বিভিন্ন শ্রম গ্রহণকারী দেশ বাংলাদেশ হতে কর্মী গ্রহণ কমানোর কারণ হিসেবে অনিয়মিত অভিবাসনকে দায়ী করে। এ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক গ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছে। টেকনাফ-মালয়েশিয়া রুটের এই চক্র সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য থাকার পরও এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যকর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় নি।

### ২.৩ হজ্বফ্লাইট অপারেশন ২০১২ এবং অভিবাসীদের প্রতি চরম দায়িত্বহীনতা

অভিবাসী কর্মীদের প্রতি দায়িত্বহীনতার এক দৃষ্টান্ত এবার স্থাপন করেছে সিভিল এভিয়েশন কতৃপক্ষ। এ বছরের সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে বাংলাদেশ বিমান হজ্বযাত্রীদের পরিবহনের জন্য তারা বিনা নোটিশে ৫০ টি ফ্লাইট বাতিল করে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী ফ্লাইট বিপর্যয়ের ফলে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫০০০ মতো যাত্রী তাদের যাত্রার সময় পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। দুভার্গ্যবশতঃ এর অধিকাংশই অভিবাসী কর্মী। বহুকর্মী এইসব ফ্লাইটে ছুটি শেষে কর্মের দেশে ফেরত যাচ্ছিলেন। তাছাড়া সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত অভিবাসীদেরও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে গন্তব্য দেশে নিয়োগদাতার কাছে রিপোর্ট করতে হয়। অন্যথায় তাদের ভীসা বাতিল হয়ে যায়। অনেকে ছুটি শেষ হওয়ার বা ভিসা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ১ সপ্তাহ থেকে ১০ দিন পরে ও

কর্মস্থলে যোগ দিতে পারেননি। তারা পরিবহন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাত্রা বিলম্বের কারণ দর্শানোসহ একটি চিঠি দাবি করেছিলেন যা কর্মস্থলে ফিরে চাকুরীদাতাকে প্রদর্শন করা যেত কিন্তু বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহ করেনি। ফ্লাইট ধরার জন্য বারবার ঢাকায় আসার খরচ বা হোটেল প্রদান এইসব কোন দায়িত্বই কর্তৃপক্ষ পালন করেনি। হজ্বফ্লাইট প্রদানের সরকারী অব্যবস্থার দায়ভার এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি দরিদ্র অভিবাসীদের ঘাড়ে এসে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয়কে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

## ২.৪ রোহিঙ্গা শরনার্থী ও বাংলাদেশী অভিবাসী

দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিভিন্ন মহল হতে দাবী করা হচ্ছে যে, বহু রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারের মতে ২৮ হাজার বাংলাদেশী পাসপোর্ট সরকারি অফিস হতে চুরি হয়েছে এবং সেগুলো রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যরা ব্যবহার করে বিদেশ গেছেন। সৌদি আরব সরকার কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মীর বিষয়ে অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ করলে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে রোহিঙ্গা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বছরে সৌদিআরবে দুইজন বাংলাদেশীর শিরচ্ছেদের যে আদেশ হয়েছে সে বিষয়ে সরকারের ভূমিকা জানতে চাইলে তারা জানান যে, এরা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের তাই বাংলাদেশ সরকারের এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব নেই।

রামরু-র সম্প্রতিক গবেষণা হতে দেখা যায় যে, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশী পাসপোর্ট গ্রহণের মাধ্যমে অভিবাসন যেমন সত্য তেমনি সত্য রোহিঙ্গা পরিচয়ে বাংলাদেশী অনিয়মিত কর্মীদের সৌদিআরব, মালয়েশিয়া ইত্যাদী দেশে কর্মে নিযুক্ত হওয়া। সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় যাওয়া বাংলাদেশীরা সে দেশের পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের জেলে প্রেরণ করা হয়। রোহিঙ্গা সম্প্রদাযের নিজ দেশে নিগ্রহের অবস্থা চিন্তা করে মালয়েশিয়ান সরকার তাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষন করে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের কর্মীরা ধরা পড়লে নিজেদের রোহিঙ্গা পরিচয় দেয়। সৌদি আরবেও একই চিত্র দেখা যায়।

এই অবস্থায় রামরু মনে করে রোহিঙ্গা ইস্যুকে নিরাপত্তায়ন না করে এ ব্যাপারে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে এই ইস্যুটি আর গভীর কোন সমস্যার জন্ম দিতে না পারে। যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে আসেন তাদের সরকারীভাবে আশ্রয় প্রদান করা প্রয়োজন। এতে তারা সাধারন বাংলাদেশীদের সাথে মিশে যেতে পারবে না। সেক্ষেত্রে সরকার বিষয়টি সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর দোষ না চাপিয়ে সৌদি আরবে যেসব বাংলাদেশী কমীদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে তা খুঁজে সমাধান করতে

সৌদি সরকারের সহযোগিতা চাওয়া। শুধুমাত্র এ ধরনের কংক্রিট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই সৌদি বাজারে বাংলাদেশের পূন:প্রবেশ সম্ভব।

## ৩. আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

### ৩.১ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন

বর্হিগমন অধ্যাদেশ ১৯৮২ আইনটি যুগোপযোগী করার পদক্ষেপে সরকার সিভিল সমাজের সহযোগিতা গ্রহণ করে। রামরু-র উদ্যোগে গঠিত প্রবাসী কল্যান মন্ত্রনালয় এবং বিএমইটির প্রতিনিধিসহ ডক্টর সুমাইয়া খায়েরের নেতৃত্বে আইনজ্ঞদের কমিটি অভিবাসীর অধিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে "অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান" নামে সম্পূর্ন নতুন একটি আইনের খসড়া তৈরী করে এবং তা জুন ২০১১ তে প্রবাসী কল্যান মন্ত্রনালয়ের কাছে হস্তান্তর করে। মন্ত্রনালয়ের মতামত অনুযায়ী রামরু আইনটি পুনরায় সম্পাদন করে এবং এ বছরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রীর কাছে পুনরায় হস্তান্তর করে। আইএলও'র কারিগরী সহযোগিতায় বর্তমানে আইনটির উপর পুনরায় পর্যালোচনা চলছে।

১৯৯০-এর ইউএন অভিবাসন কনভেনশনকে আমলে নিয়ে আইনের খসড়াটি তৈরী হয়েছে। এর সবচাইতে বড় দিক হল, পুরোনো অধ্যাদেশ-এ মাত্র চারটি বিভাগীয় বিশেষ আদালতে মামলা করার যে নিয়ম ছিল তা এটি পরিবর্তন করে। যদি সরকার নিদিষ্ট সময়ের মাঝে অভিবাসীর পক্ষে মামলা করতে ব্যর্থ হয় তবে অভিবাসী শ্রমিককে যে কোন কোর্টে, সিভিল বা ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করার অধিকার এই আইন প্রদান করে। অভিবাসন ও বৈদেশিক আইনটি খসড়া হবার পর বেশকিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আইনটি দ্রুত বিল আকারে সংসদে উপস্থাপনের জন্য আমরা জোরালো দাবি জানাচ্ছি।

### ৩.২ আইএলও ডমেস্টিক ওয়ার্কারস্ কনভেনশন ২০১১

২০১১ সালে ১৬ই জুন আইএলও 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফর ডমেস্টিক ওয়ার্কার্রস' (Decent Work for Domestic Workers) কনভেনশনটি পাশ করে। বাংলাদেশ এই সভায় উপস্থিত ছিল। সরকার নারীর অভিবাসন অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে বাজার সৃষ্টি, প্রশিক্ষণপ্রদান সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। নারী অভিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে অনতিবিলম্বে সরকারের এই কনভেনশন অনুসমর্থন করা দরকার।

### ৩.৩ ঢাকা নীতিমালা (Dhaka Principle)

এ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবসা ও বানিজ্যিক সংগঠনগুলোকে দায়বদ্ধ করা। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার

রক্ষার্থে সরকার ও নাগরিক সমাজের পাশাপাশি ব্যবসা খাতেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব কেবলমাত্র ফ্যাক্টরির চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগপ্রক্রিয়া থেকে শুরু করে গ্রহনকারী দেশের তাদের প্রতি আচরন এবং উৎস দেশে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিতকরনে ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের- দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে রামরু এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস্ এন্ড বিজনেস ব্যবসা ও শ্রমিকের অধিকার বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রনয়ন করেছে যা Dhaka Principles (ঢাকা নীতিমালা) হিসেবে পরিচিত। গতবছর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নির্দেশনামূলক নীতিমালা এবং আইএলও কনভেনশনের উপর ভিত্তি করে রচিত এই 'ঢাকা নীতিমালা' বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ, ব্যবসা ও সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর সমর্থন লাভ করেছে।

## ৪. অভিবাসীদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রমসমূহ

### ৪.১ ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিল

বিদেশগামী কর্মীদের প্রদত্ত চাঁদা, রিক্রুটিং এজেন্সির নিবন্ধন ফি'র সুদ, মিশনসমূহ হতে প্রাপ্ত সত্যায়ন ও কল্যাণ ফির সমন্বয়ে ১৯৯০ সালে সরকার ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিল গঠন করে। ২০০২ সালের বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালনা বোর্ড এই ফান্ডটি পরিচালনা করে। প্রতিবছরে একটি বিশাল ফান্ড এখান থেকে তৈরি হয়। এই ফান্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ভবন, খোলা হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। "ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিল" সৃষ্টি বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের একটি ইনোভেশন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে বেশ কিছু বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অভিবাসন গভর্ন্যান্সে সরকারের যে দৈনন্দিন কাজ তা সম্পাদন করা হচ্ছে এই ফান্ড হতে। অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে বরাদ্দ নিয়ে যে কাজগুলো পরিচালনা করার কথা তা এই ফান্ড দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। যেমন বিদেশ গমনেচ্ছুদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার ফ্রিন্ট নেওয়া, স্মার্ট কার্ড প্রদান, বিমানবন্দরসমূহে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন, দূতাবাস বা মিশনে বাজেট প্রদান, বিভিন্ন দুতাবাসে শ্রম অফিসার নিয়োগ এসকল কাজ এই কল্যাণ তহবিলের টাকা দিয়ে করা হচ্ছে। কাজগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বর্তমানে বিদেশ হতে লাশ আনা ও তাদের আর্থিক অনুদান প্রদান এই ফান্ড থেকে পরিচালিত একমাত্র কাজ যা এ তহবিলের নীতিমালার সাথে যায়। অভিবাসীদের সরাসরি কল্যাণের লক্ষ্যে এই ফান্ডের কাজকে আরো সুসংহত করতে হবে । অভিবাসন গভর্ননেন্সের দৈনন্দিন কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বাজেট হতে আসা নিশ্চিত করতে হবে। এই তহবিল পরিচালনা বোর্ডকে আর প্রতিনিধিত্বশীল করতে হবে।

## ৪.২ রিক্রুটিং এজেন্সি

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে লাইসেন্সধারী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৮৪৬। এ বছরে নতুন লাইসেন্স পেয়েছে ৫২টি এর মধ্যে ২০ টি বায়রা প্রস্তাবিত। বিভিন্ন কারনে লাইসেন্স বাতিল হয়েছে ১০টি এজেন্সির। তবে বাতিলকৃত লাইসেন্সধারী অনেক রিক্রুটিং এজেন্সি ১৯৮২ অভিবাসন অধ্যাদেশের বলে হাইকোর্ট থেকে স্টে অর্ডার নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ বছরে সরকারের সাথে রিক্রুটিং এজেন্সিদের একটি দূরত্ব তৈরী হতে দেখা যাচ্ছে। এই দূরত্ত কমিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সিদের দায়বদ্ধতাসহ সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ তৈরীতে সরকার এবং রিক্রুটিং এজেন্সিকে আরও আগ্রহী হতে হবে।

## ৪.২ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রবাসী কল্যান ব্যাংকের তিনটি প্রধান কাজ  রেমিটেন্স আহরন, অভিবাসন এবং পুনর্বাসন লোন প্রদান। এর মাঝে শুধু অভিবাসন লোন প্রদান কাজটি জোরের সাথে শুরু হয়েছে। ২০১২ সালে (নভেম্বর পর্যন্ত ) প্রবাসী কল্যান ব্যাংক ১২২৯ জনকে সাড়ে নয় কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করেছে। অভিবাসন ঋণ রিকভারির হার ৯৫ শতাংশ। প্রবাসী কল্যান ব্যাংকের এ পর্যন্ত মোট ২২টি শাখা অফিস খোলা হয়েছে। ব্যাংক পরিচালনার মোট পুঁজি ১০০ কোটি টাকা, যার ৯৫ ভাগ অর্থের উৎস ওয়েজ আর্নারস কল্যাণ তহবিল। এই পুঁজি থেকে শাখাগুলোর কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতাদি পরিশোধ করা হচ্ছে। ৯% সুদে লোন দিয়ে এই ব্যাংকর নিজস্ব আয় তৈরি কঠিন।  অভিবাসীদের প্রতি সরকারের দায়বোধ প্রকাশ করতে আরো ১০০ কোটি টাকা এই ব্যাংকের জন্য সরকারী বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা আগামী ১০ বছরে বেতনভাতাদি দিতে এর পুঁজি শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ইনভেস্টমেন্ট লোন প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক এখনও ততটা সাফল্য দেখাতে পারে নি।  ২০১২ সালে এই ব্যাংক মাত্র ৩০ জনকে পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করতে পেরেছে (৪০ লক্ষ টাকা)। পূনর্বাসন ঋণ রিকভারির হার ১০০ শতাংশ। পুনর্বাসন ঋণের সুদের হার ১১%; যদিও এটা অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় কম তবু অভিবাসীদের জন্য অনেক। সরকার গার্মেন্টস সেক্টরে বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন রকমের প্রণোদনা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অভিবাসীদের সরকার এখনো পর্যন্ত কোন রকম প্রণোদনা প্রদান করেনি। আমরা দাবী করছি, বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণকারী অভিবাসীরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ইনভেস্টমেন্ট লোন গ্রহণ করলে প্রণোদনা হিসেবে তাদের ৩% সুদ সরকার প্রদান করবে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বর্তমান পরিচালনা পরিষদে পাবলিক অথবা প্রাইভেট ব্যাংকের উচ্চ নির্বাহী পদে অতীতে আসীন ছিলেন এমন কর্মকর্তা নেই। আমরা মনে করি সরকারী বা

বেসরকারী ব্যাংকগুলোর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা হতে এই ব্যাংক বিশেষভাবে লাভবান হতে পারবে।

### ৪.৩ মাঠ পর্যায়ে সরকারঃ জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস

অভিবাসীর মাঠ পর্যায়ে সেবাদানের জন্য বিএমইটি-র অধীনে বাংলাদেশের ৪২টি জেলায় জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (ডিইএমও) রয়েছে। ২০১০ সালের সার্কুলার অনুযায়ী ডিইএমও-এর কাজের মধ্যে সম্ভাব্য ও ফিরে আসা অভিবাসীদের নাম নিবন্ধন; বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রচার; ব্যাংকিং সেবা গ্রহনে সহায়তা; মৃতের সৎকার ও ক্ষতিপূরণ; অভিযোগ তদন্ত; প্রচারণা ও সমন্বয় এবং বিশেষ আদালতে মামলা দায়ের সংক্রান্ত দায়িত্ব থাকলেও এই কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ডিইএমও-তে বাজেট নেই। মূলত: অভিবাসীর লাশ সংক্রান্ত ও মৃত্যুজনিত কল্যান তহবিলের সহায়তার দায়িত্বও একটি অন্যতম কাজ হিসেবে তারা পালন করে থাকে। এ বছর ডিইএমও-র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মালয়েশিয়ায় শ্রম অভিবাসনের বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে। ডিইএমও-তে থেকে যাতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সেবা পেতে পারে সেটি নিশ্চিত করার জন্য। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট জেলায় অবস্থিত ডেমো-তে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেবা দেয়া হচ্ছে। মালয়েশিয়া অভিবাসনকে ঘিরে এ বছর বেশ কিছু জেলার ডিএমইও-থেকে এই সেবা দেয়া হবে।

### ৪.৪ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিএমইটি'র টিটিসি সমূহ

বিএমইটি-র অধিনে মোট ৩৮টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে ১২ টি রাজস্ব খাতে এবং বাকী ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে পরিচালিত হয়। আরো ৩৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মান কাজ চলছে। ২০১১ সালে এইসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৬৫,৫৬৯ জন প্রশিক্ষনার্থী বিভিন্ন মেয়াদের ৪৮ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এর মাঝে অন্যতম প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং, ওয়েল্ডিং, সিভিল কনস্ট্রাকশন, ইলেক্ট্রিক্যাল মেইনটেইনেন্স, গার্মেন্টস, কার্পেন্ট্রি, রেফ্রিজারেশন, মেরিন ইন্জিনিয়ারিং, শিপবিল্ডিং ইত্যাদি। এসএসসি-র পর ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১২ সাল থেকে ২ বছর মেয়াদী এইচএসসি টেকনিক্যাল কোর্স চালু হয়েছে।

গত ২ বছরে রামরু এর স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড জব লিংকিং প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রায় দুই শতাধিক বিদেশগমনইচ্ছুক তরুন তরুনীকে সরকারী বেসরকারী কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেমন কুমিল্লা টিটিসি, চট্রগ্রাম টিটিসি, টাঙ্গাইল টিটিসি, গ্রীণল্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, মনটেজ ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেশন থেকে চাকুরীবাজারে চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকুরীর সাথে সংযোগ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদের বেশিরভাগই বিদেশ যেতে ইচ্ছুক কিন্তু অভিবাসন খরচ মেটানোর সাধ্য অধিকাংশ পরিবারেরই নেই। রামরু এদেরকে দেশীয় জব

মার্কেটে চাকুরী প্রদানের জন্য রিহ্যাব, বিজিএমইসহ বিভিন্ন ফার্নিচার কোম্পানীর  সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের বেতনস্কেল দিয়ে কর্মীদের ঢাকায় থাকাখাওয়ার ব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য হওয়ার কারনে তারা এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ নিতে আগ্রহী হয়নি কিংবা কাজ নিয়ে তা চালিয়ে যায়নি। বর্তমান টিটিসিগুলোর মানোন্নয়ন আশু প্রয়োজন, তাছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ৪০% শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। এগুলোর মানোন্নয়ন না করে  একই মানের নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মান ফলদায়ক হবে না। রামরু দীর্ঘদিন ধরে সকল TTC কে রাজস্ব খাতে নিয়ে আসার জন্য দাবী জানিয়ে আসছে। সম্প্রতি সরকারী TTC টিটিসিগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ এই লক্ষ্যে যে আন্দোলন করেছেন তা খুবই যুক্তিসংগত।

### ৪.৫ লেবার এ্যাটাশে

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ১৪ টি দেশে ১৬ টি শ্রম উইং রয়েছে। এই শ্রমউইংগুলোতে লেবার কাউন্সিলর, প্রথম সচিব (শ্রম), দ্বিতীয় সচিব (শ্রম) এ পদসমূহে মোট ২৪ জন লেবার এট্যাশে নিয়োজিত রয়েছেন । এর মধ্যে জেদ্দা, রিয়াদ ও কুয়ালালামপুর মিশনে ৩ টি পদে ৩ জন করে মোট ৯ জন এবং ওমান ও ইরাকে ২ জন করে মোট ৪ জন লেবার এট্যাশে নিয়োজিত আছেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও অন্যান্য স্টাফসহ  শ্রমউইংগুলোর মোট জনবলের সংখ্যা ৮১ জন।

লেবানন, জর্ডান, মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের নারী শ্রমিক কাজ করছেন। শুধু জর্ডানে প্রথম সচিব (শ্রম), হিসেবে একজন নারী কর্মকর্তা রয়েছেন। লেবাননে ও মরিশাসে এখনো কোন শ্রম উইং নেই। সরকার ২১টি নতুন শ্রম উইংসহ ১৫০টি নতুন পদ সৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রনালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। এটা আশা করা স্বাভাবিক এইসব পদগুলোর ব্যয়ভার সরকারী রাজস্ব বাজেট হতে বহন করা হবে। ১৬ জন শ্রম অফিসারের বেতনসহ আর ১৬ জন ওয়েলফেয়ার অফিসারের বেতন ওয়েজআর্নার ওয়েলফেয়ার ফ্যান্ড হতে প্রদান করা হচ্ছে। শ্রমিকদের চাদায় তৈরি ওয়েলফেয়ার ফ্যান্ড হতে, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে ওয়েলফেয়ার অফিসারের বেতন প্রদান করা হচ্ছে। সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহনপ্রক্রিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকদের কণ্ঠ যে একেবারে অনুপস্থিত এটা তারই প্রমান।

বেশ কয়েক বছর ধরেই লেবার এ্যাটাশে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে রামরু -সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন তুলেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে এই মন্ত্রনালয়ের নিজস্ব ক্যাডার সিস্টেম চালু করার দাবী জানানো হয়েছে। জাতীয় সংসদের এই সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি এ বিষয়ে রেজুলেশন নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সংস্কারের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

## ৪.৬ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায়  নাগরিক সমাজ এর ভূমিকা

অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারি উদ্যোগের সূচনা ঘটেছে সিভিল সমাজের সংগঠিত দাবির মুখে। ১৯৯৭ সাল থেকে  এ বিষয়ে কাজ করছে সিভিল সমাজ। গবেষণা, ট্রেনিং, তথ্য প্রচারণা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সিভিল সমাজ কাজ শুরু  করেছে পূর্বে, সরকার পরবর্তীতে বৃহত্তর পরিসরে তা বাস্তবায়ন করেছে। জেলা পর্যায়ে প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং, নারী কর্মীর জন্য ২১দিন ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি ট্রেনিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইত্যাদি প্রদান করে রামরু, ওয়্যারবী, ব্র্যাক, বমসা, ওকাপ এবং ইমা সম্মিলিতভাবে প্রায় ২০,০১৯  অভিবাসীকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত করেছে। ওয়ারবী, বমসা, ওকাপ এবং ব্র্যাক দেশের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। রামরু, ওয়ারবী, বমসা এবং ওকাপ সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সরাসরি সেবা এবং পলিসি এডভোকেসির সাথে যুক্ত। ইমা বিভিন্ন দেশে বিশেষত মালয়েশিয়ায় কর্মরত অথবা প্রত্যাগত অভিবাসীদের আইনী সহযোগিতা প্রদান করছে।

অভিবাসন হতে প্রতারনা কমাতে এ বছর ব্রাক ১৭৮ জন অভিবাসীকে সালিশের মাধ্যমে ৩৩ লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। রামরু একই সময়ে ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সালিশের মাধ্যমে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের পাশাপাশি ওয়ারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন GFMD তে উপদেষ্টার দায়িত্ত পালন করে। এ বছরে রামরু জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসনের উপর একটি মৌলিক জরিপ সম্পন্ন করেছে।

এছাড়া বাংলাদেশের সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক পরিসরে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ভূমিকায় রয়েছে। Migrant Forum in Asia (MFA)-এর সহযোগী হিসেবে তারা World Social Forum 2012-এ অংশগ্রহণ করে। এই ফোরামে "জলবায়ু ও অভিবাসন„ সেশনটির যৌথ আয়োজক ছিল ল্যা ভিয়া ক্যাম্পিসিয়া, ফোকাস অন দ্যা গ্লোবাল সাউথ এবং রামরু। এই বছর MFA এর সহযোগিতায় রামরু, ওয়ারবে, এসিডি এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র জাতিসংঘের High level Dialogue-এ আটকে পড়া অভিবাসীদের ইস্যুটি যোগ করার লক্ষ্যে ২ দিন ব্যাপী ঢাকা কনসাল্টেশন আয়োজন করে।

দাতা সংস্থাদের মাঝে "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন„ ২০০৬ সাল হতে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিকসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। মানব পাচার প্রতিরোধে প্রশিক্ষনসহ নিয়মিত শ্রম অভিবাসনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "উইনরক ইন্টারন্যাশনাল„ সিভিল সমাজের কিছু প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করছে।

## নারী অভিবাসীর অধিকার আদায়ে আন্তর্জাতিক সিভিল সমাজ এর ভূমিকা

বাংলাদেশের নারী অভিবাসীর অধিকার আদায়ে আন্তর্জাতিক সিভিল সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। গৃহকর্মের তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নারী কর্মীর অংশগ্রহনকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করা হয়। কিন্তু এই সেক্টরেও যৌন হয়রানির ঝুকি থাকে। জর্ডানের ক্লাসিক ফ্যাশন নামে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে ৩,০০০ বাংলাদেশী নারী শ্রমিক কাজ করে। এ কোম্পানীর বিরুদ্ধে একজন বাংলাদেশী নারী কর্মী Institute of Global Labour and Human Rights-এর সহায়তায় আইনী ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন[2]। ক্লাসিক ফ্যাশন জর্ডানের অন্যতম বৃহত গার্মেন্টস কোম্পানী যা আমেরিকায় জর্ডানের garments export-এর ১৩% সরবরাহ করে থাকে।বাংলাদেশী এই নারী কর্মীর অভিযোগের সুষ্ঠু সমাধান না হলে Institute of Global Labour and Human Rights ওয়ালমার্ট ও মেসি,র মত বড় পোশাক ক্রেতার কাছ হতে ক্লাসিক-এর পণ্য বর্জনের অংগীকার আদায় করেছে।

## ৬. উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, এ বছরের অভিবাসন বেড়েছে ৫% এবং রেমিটেন্স বেড়েছে ১৫%। পুরুষের তুলনায় নারী অভিবাসনের প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণ। এ বছরের শেষে স্বাক্ষর হয়েছে মালেয়শিয়ার সাথে জি টু জি। আশা করা হচ্ছে, আগামী কয়েকবছর ধরে তিন লক্ষ বাংলাদেশী কম খরচে অভিবাসনের সুযোগ পাবেন। রামরু এবং হিউম্যান রাইটস এনড বিজনেস এ বছরে প্রকাশ করেছে যুগান্তকারী ঢাকা ডিকলারেশন। অভিবাসনের প্রতিটি পর্যায়কে বহুজাতিক সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে ব্যবসা পরিচালনার অংশ হিসাবে গ্রহন করার নীতিমালা প্রদান করেছে এই ডিক্লারেশন। এ বছরে সম্পন্ন হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গবেষণা। একটি গবেষণা তুলে ধরেছে কৃষি উন্নয়নে পূঁজি সরবরাহে একটি বড় উৎস হচেছ রেমিটেন্স। আর একটি গবেষণা প্রমাণ করেছে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবিত এলাকার পরিবারগুলো তাদের দু'একজন সদস্যের অভিবাসনকে পুরো পরিবারের স্থানীয় পযার্য়ে এডাপটেশনের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করছে।

একই সঙ্গে ২০১২ এর অভিবাসন চ্যালেগুলো খুব তীব্র। ইউএই-তে বাজার সংকোচন, সৌদিআরব কুয়েত এবং কাতারসহ গুরুত্বপূর্ণ বাজারসমুহে ঢুকতে না পারা, এক দেশকন্দ্রিক

[2] Associated Press (AP) এর সেপ্টেম্বর ৯, ২০১১ এর একটি রিপোর্টে ক্লাসিক ফ্যাশন অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত বাংলাদেশী এক নারী শ্রমিক তার শ্রীলংকার ম্যানেজার কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগ করেন। ১০ আগস্ট ২০১২, বাংলানিউজ ২৪.কম এর একটি রিপোর্টে বাংলাদেশী শ্রমিক নাজমার কাজ থেকে ফেরার পথে অপহরণের খবর এসেছে। একই রিপোর্টে এর কিছুদিন পূর্বে পলি নামে আরেকজন বাংলাদেশী নারী শ্রমিকের অপহরণের কথা উল্লেখ করা হয়। এবং সর্বমোট গত ২ বছরের বিভিন্ন সময়ে জর্ডানে কর্মরত ২৫ জন নারী শ্রমিকের অপহৃত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

অভিবাসী কর্মীর বাজারের দূর্বলতা মোকাবেলাসহ রয়েছে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ। সমুদ্রপথে টেকনাফ হতে মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসন দ্রুত রোধ করায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎপরতাবৃদ্ধি অভিবাসীদের প্রতি দায়িত্ব এড়াতে রোহিঙ্গা ইস্যুর ব্যবহার বন্ধ, ওয়েজ আর্নার কল্যান তহবিল হতে সরকারের দৈনন্দিন শাসনের ব্যায়ভার বহন বন্ধ করা। প্রতারণার সঠিক সংখ্যক কেইস সরকারের কাছে আনতে পারা, টিটিসিসমূহের গুণগতমান বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ, অভিবাসীকে বিভিন্ন সেবা প্রদানে সরকারের পক্ষ হতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের উদ্যোগ গ্রহণ, রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে সরকারের দূরত্ব কমানো ইত্যাদী আগামী বছরের চ্যালেঞ্জ।

এইসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় গত বছরের মত এ বছরও আমরা সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি আগামী দশককে অভিবাসন দশক ঘোষণা করার  জন্য এর মাধ্যমে ১০ বছরের পার্সপ্রাকটিভ প্লান, ভিশন ২০২০ সহ অভিবাসনকে একটি আলাদা সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য। একইসাথে আবারও সুপারিশ করছি অভিবাসন পূর্বে ব্যাংক একাউন্ট খোলাকে বিএমইটি ক্লিয়ারেন্সের পূর্ব শর্তে পরিণত করতে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনার দৈনন্দিন কাজ যেমন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট, শ্রম এবং ওয়েলফেয়ার অফিসারের বেতন রাজস্ব বাজেট হতে প্রদান করতে। সুপারিশ করছি এই মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ক্যাডার সার্ভিস চালু করতে এবং সকল টিটিসি-কে রাজস্ব খাতে নিয়ে আসতে। অভিবাসন হতে রোহিঙ্গা ইস্যু আলাদা রাখার জন্য অনিয়মিত প্রবেশকে নিরুৎসাহিত করতে, তাদের শরনার্থী হিসেবে ডকুমেন্ট করতে। অভিবাসী পরিবার ও প্রত্যাবর্তীত অভিবাসীদের ইনভেস্টমেন্ট লোন প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ হতে ৩% সুদ প্রনোদনা হিসেবে ব্যাংকগুলোকে প্রদান করতে, প্রত্যাবর্তীদের পূনর্বাসনে সহায়তার জন্য জব পোর্টাল তৈরী করতে। ক্ষুদ্র কিন্তু নিয়মিত অভিবাসীদের জন্য ইনভেস্টমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট নির্মাণ করতে। ।